24 2002

ছাত্র রাজনীতি

সব রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবীদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী

গিয়াস উদ্দিন রিমন

ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সব রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। আগামী ২/১ দিনের মধ্যে মতবিনিময় শুরু হবে। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের কাছ থেকে পাওয়া

প্রধানমন্ত্রী : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ২

প্রধানমন্ত্রী : ছাত্র রাজনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মতামতের ভিত্তিতেই ছাত্র রাজনীতি চলবে কি চলবে না সে ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। গতকাল রাতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্র রাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বিশেষ করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাময়িকভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। সভায় মত প্রকাশ করা হয়, বুয়েটে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নেই। বুয়েট কর্তৃপক্ষ সরকারের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই নিজেরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ও ছাত্র সংসদের কার্যক্রম স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সভা সূত্রে জানা যায়, আড়াই ঘণ্টাব্যাপী সভায় উপস্থিত মন্ত্রিপরিষদের ৯ সদস্যের অধিকাংশ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্য না হলে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ না করে বরং ছাত্র রাজনীতিকে সন্ত্রাসী ধারা থেকে মুক্ত করে ইতিবাচক ধারায় ঢেলে সাজানোর ওপর জোর দিয়েছেন। তবে তারা স্পষ্ট করে বলেছেন, আগে জাতীয় সংসদে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব নিয়ে জনমত যাচাই করতে হবে। জনমতের ভিত্তিতেই ছাত্র রাজনীতির মতো স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যাতে করে সেই সিদ্ধান্ত জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। প্রধানমন্ত্রী অনেকক্ষণ তার সহকর্মীদের বক্তব্য শোনেন এবং তার মতামত দেন।

গুরুত্বপূর্ণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও উপাচার্যকে গতকালের বৈঠকে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৈঠকের আলোচ্য বিষয় তাদের জানা না থাকায় গতকাল দিনভর এই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা ছিল। বৈঠকে ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে আলোচনা হবে ধরে নিয়েই মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান। এর আগে গতকাল দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং ছাত্র রাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে সাম্প্রতিক সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন খবর, বক্তৃতা-বিবৃতি, কলাম, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও মতামতের একটি বড় ফাইল তৈরি করে।

সভায় সন্ত্রাস রোধের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শিক্ষা সংস্কার কমিশনের দেয়া রিপোর্ট বাস্তবায়ন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা, শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব এবং ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী করার প্রসঙ্গও আলোচনায় স্থান পায়। সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার বিষয়টি সরকার কিভাবে মূল্যায়ন করবে তাও সভায় আলোচিত হয়। পরে গতকাল রাতেই বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক নুরুদ্দীন আহমদকে আজ অপরাহ্নে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দেয়া হয়।

দেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বাম রাজনৈতিক দলগুলো এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরাসহ সব ছাত্র সংগঠন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে ছাত্রলীগসহ বাম ছাত্র সংগঠনগুলো নতুন একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম বা ছাত্রমোর্চা গঠন করছে। এই প্রেক্ষাপটে গতকাল রাতে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রীরা সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জোর দিয়ে ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকারের কর্মকৌশল ঠিক করতে ব্যাপকভাবে জনমত যাচাইয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা এও বলেছেন, সবার মতৈক্য না হলে ছাত্র রাজনীতির প্রচলিত ধারার বদলে ছাত্রদলে নতুন নেতৃত্ব এনে ইতিবাচক ধারার ছাত্র রাজনীতি চালু করা যেতে পারে।